ভোরের কাগজ

তারিখ 06 JAN 2006

পৃষ্ঠা কলাম

কর্মচারী সমিতির নির্বাচন স্থগি

বিএনপিপন্থীদের হইচই-হট্টগো

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড অচল

কুমিল্লা প্রতিনিধি : কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারী সমিতির নির্বাচন হাইকোর্টের নি
স্থগিত ঘোষণার পর শিক্ষা বোর্ডে চরম অরাজকতা দেখা দিয়েছে। বিএনপিপন্থী সমি
বর্তমান নেতৃত্ব গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে
অফিস অচল করে দেয়। বিক্ষুব্ধ এ সকল কর্মচারীরা বিভিন্ন অফিস কক্ষে কাজ বন্ধ
দিয়ে চেয়ারম্যানের কক্ষের সামনে বিক্ষোভে অংশ নিতে কর্মচারীদের বাধ্য করে।
বিশৃঙ্খলা ও তীব্র হইচইয়ের মধ্য দিয়ে বোর্ডের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড গতকাল বন্ধ ছিল।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের নির্বাচনের ওপর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ গত বুধবার র
বিশেষ বাহক মারফত বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফের কাছে পৌঁছানোর
তিনি তাৎক্ষণিক নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সক
হাইকোর্টের আদেশে নির্বাচন স্থগিত হওয়ার সংবাদে বিএনপিপন্থী সমিতির বর্তম
নেতৃত্ব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এ সময় সমিতির সভাপতি আবুল কালাম মিয়া, সাধা
সম্পাদক আবু তাহের, কর্মচারী সমিতির নেতা আবদুল জলিল, হুমায়ুন কবিরসহ ১৫/
জন কর্মচারী একজোট হয়ে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড অফিসে চরম অরাজকতা সৃষ্টি ক
তারা বোর্ডের বিভিন্ন কক্ষে কর্মরত কর্মচারীদের বের করে এনে চেয়ারম্যানের অ
কক্ষের সামনে বিক্ষোভে অংশ নিতে বাধ্য করে বলে অভিযোগ করা হয়। এ সময় পু
বোর্ড অফিসে চিৎকার, হইচই এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এক
কর্মচারীর মারমুখী আচরণে বোর্ডে কাজে আসা সাধারণ লোকজন দ্রুত ফিরে যায়।

এদিকে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারী সমিতির বর্তমান নেতৃত্বের চাপের
বোর্ডের চেয়ারম্যান হাইকোর্টের রিট পিটিশন মামলার বাদী বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা
কর্মচারী ফেডারেশনের সাবেক মহাসচিব সৈয়দ মকবুল আহমেদকে বোর্ডের ক
শাখা থেকে চিঠিপত্র প্রেরণ শাখায় বদলি করে। একই সঙ্গে সৈয়দ মকবুল আহমেদকে
জানুয়ারি ছুটি ব্যতিরেকে অফিসে অনুপস্থিত থাকার কারণে কারণ দর্শানোর নো
দেওয়া হয়। এ ঘটনায় কুমিল্লা বোর্ডে তীব্র অসন্তোষ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সৈ
মকবুল আহমেদের অনুগত কর্মচারী নেতারা বলেন, হাইকোর্টে মামলা করার প্রতিশ
নেওয়ার জন্য বোর্ড প্রশাসনকে ব্যবহার করে সৈয়দ মকবুল আহমেদকে হয়রানিমূ
বদলি করা হয়েছে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারী সমিতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি প্যানে